১০ বছরে ১০ জনের ১০ কথা

জন মার্টিন

ধরুন কাল সকালে উঠে বাংলা-সিডনি ওয়েব সাইট এ গিয়ে দেখলেন যে এই ওয়েব সাইট টা বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার কেমন লাগবে? খুশি হবেন? অবাক হবেন? ক্ষুব্ধ হবেন? রাগ করবেন? বাংলা-সিডনি কে কি ফোন করে কৈফত চাইবেন? এর একটা ও যদি না করেন তাহলে এই লেখাটি আপনার জন্য নয়। আর উপরের যে কোনো একটি বা এর চেয়ে ও বেশি কিছু যদি করেন তাহলে যে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। কেন ওই কাজটি করবেন? বাংলা সিডনি বন্ধ হলে আপনার কি আসে যায়? দেখুন দেখি আমার উত্তরের সাথে আপনার উত্তরের কতটুকু মিল বা অমিল?

এমন একটা সময় ছিল যখন এই প্রবাসে আমাদের সকল যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল টেলিফোন , হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকা আর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা দাওয়াত। আমরা ওটাতেই বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম। ঠিক সেই সময় বাংলা-সিডনি ওয়েব সাইট আমাদের সুতোয় বাঁধা শুরু করলো। আমাদের খবরগুলো জায়গা করে নিল ওয়েব সাইট এ। আমরা ও বেশ মজা পেলাম। বাহ , ক্লিক করলেই সব কিছু জানা যায়। বিভিন্ন খবরের সাথে দু একটা কবিতা, লেখা লেখি ও জায়গা করে নিল। লেখকগণ আনন্দিত। লেখা ছাপা হবার আনন্দ আর সন্তান প্রসব দেবার আনন্দ বোধহয় অনেকটা কাছাকাছি। এবার লেখকের শঙ্কা এবং সংখ্যা দুটা ই বাড়তে লাগলো। কারণ ওদিকে যে ওয়েব সাইট এ ক্লিক এর সংখ্যা ও বাড়তে শুরু করেছে। এই ভাবে চলতে চলতে আমরা সিডনি-বাসীরা কখন যেন ওয়েব সাইট এ প্রতিদিন ঘুরে আসার একটা অভ্যাস করে ফেললাম। তাই ওয়েব সাইটটি সময় মত আপডেট না হলে আমাদের বিরক্ত লাগত। এই যে ধীরে ধীরে আমাদের একটা অভ্যাস বা বদ অভ্যাস হলো এটা যেন কে তৈরি করলো?

বাজারে কোনো কিছুর কদর বাড়লে অন্যেরা সেই সুযোগটি লুফে নেয় । সিডনি তে হলও তাই। সিডনি-বাসীর এই ওয়েব এ ভ্রমণের অভ্যাসের কথা মাথায় রেখে আরো কিছু ওয়েব সাইট তৈরি হলো। এতে কি বাংলা সিডনি র আতঙ্কিত হবার কথা? মোটেও না। বরং আনন্দিত হবার কথা। কারণ যে অভ্যাসটি বাংলা সিডনি তৈরি করে দিয়েছে , যার ফলশ্রুতিতে প্রায় কোটি ক্লিকের মুখ দেখেছে বাংলা সিডনি, তা তো যে কেউ ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু এই ১০ বছরের যাত্রায় বাংলা সিডনিকে বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে এটা কোনো পত্রিকা নয়- এটা একটা নোটিস বোর্ড। অতএব এর চালক কেন নিজেকে সম্পাদক বলবে? আমার উন্মাদ পত্রিকার কথা খুব মনে পড়ল। ওখানে ওরা সম্পাদক কে 'উম্পাদক' বলল। আমরা তাহলে বাংলা সিডনির চালককে 'ওয়েবদক' বলি। তাতে যারা মনে করেন সম্পাদনা মাতৃ গর্ভে শিখতে হয় তারা আর নারাজ হবেন না। কিন্তু গত ১০ বছরে বাংলা সিডনির চালক আদৌ কি সম্পাদক নাকি সিকিউরিটি গার্ড তা নিয়ে কিন্তু 'কোটি ক্লিকের' পাঠক মাথা ঘামায়নি। কারণ বাংলা সিডনি একজনের নয়। ওটা ওই কোটি ক্লিকের। কেউ লিখেছেন, কেউ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কেউ এর মুণ্ডু চটকিয়েছেন, কেউ ভালবেসেছেন এবং এই সবগুলো বিষয় বাংলা সিডনির চালককে দিয়েছে আনন্দ, কষ্ট আর নিদ্রাহীন রাত। ফলবতী বৃক্ষকেই কিন্তু মানুষ ঢিল ছুড়ে। কিন্তু তাতে কি সেই বৃক্ষ রাগ করে ফল দেয়া বন্ধ করে দিবে? বাংলা সিডনি সেই ফলবতী বৃক্ষ। আপনি - আমি যতবার এই ওয়েব সাইট ক্লিক করেছি ততবার আমরা এই ওয়েব সাইট এর সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছি।

বাংলা সিডনির সবচেয়ে দুর্বলতা এই যে সেই 'কোটি ক্লিকের' শক্তিটি কে ঠিক মত কাজে না লাগানো। এই ওয়েব সাইট এর লেখা, অঙ্গ সজ্জা বিষয়ে অন্যদের অংশগ্রহণের আরো বেশি সুযোগ থাকা দরকার। ওয়েব

টেলিভিশনটি আরো বেশি নিয়মিত করা করা যেতে পারে। লেখার জন্য অপেক্ষা না করে - লেখা সংগ্রহের জন্য তাগাদা দেয়ার প্রক্রিয়াটি বের করা উচিত। আমরা যারা লেখালেখি করি- তাদের জন্য ওই তাগাদাটি মেয়েদের প্রেম নিবেদনের মত লাগে। অতএব যত বেশি প্রেম নিবেদন হবে - তো বেশি লেখা পাবেন। এটা পরীক্ষিত। দশ বছরে কেবল একটি অনুষ্ঠান করে শুভ জন্মদিন না বলে এর পাঠকদের দায়িত্ব দিন না - যেন তারা সারা বছর ধরে কিছু পরিকল্পনা করে।

বাংলা সিডনি কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের মুখপত্র নয়। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আর বাঙালির চেতনার বোধে বাংলা সিডনি জেগে থাক।

দশ বছরের জন্মদিনের শুভেচ্ছা সেই কোটি ক্লিকের মানুষগুলোকে - যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলা সিডনি কে।